তাফসীরুল কোরআন (মি'রাজ)

অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ. জলিল

سُبْحَانَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ-

অর্থ ঃ "পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্ত্বা তিনি- যিনি স্বীয় প্রিয় বান্দাকে রাত্রির কিয়দাংশে ভ্রমন করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত- যার আশে পাশে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি- (ভ্রমন) এই উদ্দেশে যে, আমি তাঁকে আমার কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখাবো। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। (সূরা বনী ইসরাঈল ১ম আয়াত)

তাফসীর ঃ বর্ণিত আয়াতে মক্কা শরীফ থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত মি'রাজ সফরের প্রথম পর্যায়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। **দ্বিতীয় পর্যায়** হলো বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে সিড়ি বেয়ে উর্দ্বে গমন এবং সপ্ত আকাশ ভ্রমন, নবীগণের সাথে সাক্ষাৎ, বেহেস্ত-দোযখ দর্শন শেষে ছিদরাতুল মোন্তাহা পর্যন্ত গমন। **তৃতীয় পর্যায়** হলো ছিদরাতুল মোন্তাহা থেকে রফরফের মাধ্যমে আরশে আযীমে গমন এবং সেখান থেকে লা-মাকান ভ্রমন এবং আল্লাহর দীদার ও সান্নিধ্য লাভ। সেখান থেকে দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনকালে ৬ষ্ঠ আকাশ থেকে পুনরায় খোদার সান্নিধ্যে ৯ বার যাতায়াত করে ৫০ ওয়াক্ত থেকে কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত নামায নিয়ে বাইতুল মোকাদ্দাস এসে পুনরায় বোরাকে চড়ে মক্কায় আগমন। এই দীর্ঘ সফরকে এক নামে মি'রাজ সফর বলা হয়।

এই দূর্লভ ঘটনাটি ঘটেছিল মক্কা শরীফ থেকে রজবের ২৭ শে রাতের সামান্য সময়ে। এখানে এসে গতি বিজ্ঞান হার মানতে বাধ্য হয়। কারণ গতি বিজ্ঞানীরা হিসাব করেন আলোর গতি দিয়ে। তাদের হিসাবমতে শুধূ সূর্য্য পর্যন্ত আলোর গতিতে যাতায়াত করতেই সময় লাগে ১৬ মিনিট ৪০ সেকেণ্ড। তার উপরে সপ্ত আকাশ, তার উপরে ছিদ্‌রাতুল মোন্তাহা, তার উপরে ৩৬ হাজার বৎসরের পথ পাড়ি দিয়ে আরশে গমন এবং সেখান থেকে লা-মাকানের বা অসীমের দূরত্ব পাড়ি দিতে কত সময় লাগবে- তা বিজ্ঞনীরাও বলতে পারবে না। অথচ আমাদের প্রিয় নবী নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতি অল্প সময়ের

মধ্যেই এই অসীম দূরত্ব পাড়ি দিয়ে আল্লাহর দীদার লাভ করে ৯০ হাজার ক্বালাম করে পুনরায় মক্কায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এর চেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা আর কি হতে পারে? আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো- যাবার সময় যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ফিরতি পথে বাইতুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত কোন যানবাহনই ছিলনা। (রিয়াযুন্নাসিহীন হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ)-এর বাচনিক তাফসীর)। নূর নবীর নূরের গতি আলোর গতিকেও হার মানিয়েছিল সেদিন। এই দূর্লভ সম্মান অন্য কোন নবীর ভাগ্যে জুটেনি। এজন্যই স্বয়ং আল্লাহ পাক আশ্চার্যবোধক سُبْحَانَ الَّذِىْ শব্দ দ্বারা ঘটনা বর্ণনা শুরু করেছেন।

মি'রাজ সফরের প্রমাণ ঃ মি'রাজ সফর কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। কোরআন মজিদের সূরা বণী ইসরাঈলের অত্র আয়াত দ্বারা মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকশা পর্য্যন্ত প্রমাণিত। ২৫ জন সাহাবীর মোতাওয়াতিন বর্ণনা, ইজমা বা ঐক্যমত্যের দ্বারা দ্বিতীয় পর্যায় ও শেষ পর্যায়ের ভ্রমন প্রমানিত। উক্ত ২৫ জন সাহাবী হলেন- হযরত ওমর, হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, হযরত আবু হোরায়রা, হযরত আবুযার গিফারী, হযরত আবু ছায়ীদ খুদরী, হযরত আবু আইউব আনসারী, হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, হযরত সোহায়েব রুমী, হযরত উম্মে হানী, হযরত আয়েশা, হযরত আসমা বিনতে আবু বকর, হযরত মালেক ইবনে ছা'ছাত, হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস, হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত আবদুর রহমান ইবনে কুর্য, হযরত আবু লায়লা, হযরত আবু হাইয়্যান, হযরত বুরায়দাহ, হযরত আবু উমামা বাহেলী, হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব, হযরত আবুল হাম্‌রা, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন)।

স্বশরীরে মি'রাজ প্রমাণিত ঃ

(১) প্রথম প্রমান: মি'রাজ শরীফ মক্কার হেরেম শরীফে অবস্থিত হযরত বিবি উম্মে হানীর ঘর থেকে শুরু হয়েছিল। কাজেই তিনিই এর চাক্ষুস সাক্ষী। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজ থেকে ফেরত এসেই তাঁকে সবিস্তারে সব বলেছিলেন। হযরত উম্মে হানী (রাঃ) ভোরে একথা কারও কাছে প্রকাশ না করার পরামর্শও দিয়েছিলে

স্বশরীরে না হয়ে যদি স্বপ্নযোগে মি'রাজ হতো- তাহলে তিনি বাধা দিতেননা- বাধা দেওয়ার কোন কারণও ছিলনা। কেননা, কত লোকই তো স্বপ্নে মহাশুন্যে ভ্রমন করে থাকে।

(২) **দ্বিতীয় প্রমান:** উদ্বৃত আয়াতে بِعَبْدِهٖ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। بِرُوْحِهٖ বা بِنَبِيِّهٖ শব্দ ব্যবহার না করে بِعَبْدِهٖ শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে একটি গোপন ইঙ্গিত রয়েছে। তা হলো- عَبْدٌ বলা হয় শরীর এবং রূহ- এর সমন্বয়ে গঠিত মানুষকে। এতেই পরিস্কার হয়ে গেলো যে, তাঁকে আল্লাহ্পাক স্বশরীরে ভ্রমন করিয়েছেন- রূহানী বা স্বপযোগে নয়।

(৩)**তৃতীয় প্রমান:** উদ্বৃত আয়াতে سُبْحَانَ الَّذِيْ শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহপাক ইঙ্গিত করেছেন যে, মি'রাজের ঘটনাটি ছিল আশ্চর্যজনক ও অসাধারণ ঘটনা। স্বপ্ন হলে সোবহানাল্লাহ ব্যবহার করতেন না। কেননা, আশ্চর্যজনক ঘটনার ক্ষেত্রেই কেবল সোবহানাল্লাহ শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারণ ঘটনায় উক্ত শব্দ ব্যবহার করা ব্যাকরণ নীতির পরিপন্থী।

(৪)**চতুর্থ প্রমান:** মি'রাজ শরীফ থেকে ফিরে এসে ভোরে যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু জাহল প্রমুখদের কাছে তা প্রকাশ করলেন- তখন কাফেররা অবিশ্বাস করলো এবং অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। যদি নবীজী স্বপ্নযোগে মি'রাজের কথা বলতেন- তাহলে তারা অস্বীকার করতোনা। কেননা, স্বপ্ন নিয়ে এত তুলকালাম ঘটনা ঘটেনা এবং এত পরীক্ষা নিরীক্ষাও হয়না।

মোদ্দা কথা হলো- মক্কা শরীফ হতে স্বশরীরে মি'রাজ করার ঘটনাটি ছিলো একবার। পরবর্তী সময়ে দুনিয়াতে মি'রাজ হয়েছে স্বপ্নযোগে বা মোরাকাবার হালাতে আরো ৩৩বার। এজন্যই হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন- আমি রাসুলুল্লাহকে বিছানা হতে হারাইনি"। (বুখারী)

তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা -এর মর্ম ঃ

আয়াতের এই শেষাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীরে "তিনি" সর্বনামটি দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে -এনিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে . তাফসীরে রূহুল মাআনী এই অংশের "তিনি" সর্বনামটির যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাই এখানে উদ্বৃত করা হলো। যেমন-

(১) আল্লামা মাহমুদ আলুছী বাগদাদী স্বীয় তাফসীর- রূহুল মাআনীতে বলেন-"ইন্নাহু"-এর মধ্যে "হু" বা "তিনি" সর্বনামটি দ্বারা অধিকাংশ মোফাসসেরীনদের মতে আল্লাহ তায়ালাকে বুঝানো হয়েছে এবং ইহাই মশহুর অর্থ। যেমন আল্লামা তীবী (রহঃ) এভাবে অর্থ করেছেনঃ-

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ لِاَقْوَالِ ذٰلِكَ الْعَبْدِ وَالْبَصِيْرُ بِاَفْعَالِهٖ—

অর্থঃ- "আল্লাহপাক মি'রাজে গমনকারী ঐ খাস বান্দার যাবতীয় কথা ও আবেদন নিবেদন শ্রবনকারী এবং তাঁর যাবতীয় কার্যক্রম দর্শনকারী"।

-এর দ্বারা বুঝা গেল- "ছামীউন ও বাছীরুন" -এই দুইটি সিফাত আল্লাহর।

(২) বিখ্যাত মুফাসসির আবুল বাক্বা (রহঃ) তাঁর পূর্ববর্তী মোফাসসিরীনদের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, اِنَّهٗ শব্দটির মধ্যে ٗ সর্বনামটি দ্বারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ অবস্থায় এর অর্থ দাঁড়ায়-

اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ لِكَلَامِنَا الْبَصِيْرُ لِذَاتِنَا—

অর্থঃ "আমার প্রিয় বান্দা আমার কালাম খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং আমার সত্তাকে স্বচক্ষে দেখেছেন।"। এতে পরিস্কার বুঝা গেল "ছামীউন ও বাছীরুন" -এই দুইটি সিফাত রাসুলেরও হতে পারে।

অতএব ১নং তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে "মি'রাজের সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট উম্মতের জন্য যেসব সুপারিশ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তা শুনেছেন এবং কবুল করেছেন। আর নবীজী যেসব কার্যাবলী মি'রাজে সম্পাদন করেছেন, তাও আল্লাহ পাক দেখেছেন এবং নিরীক্ষন করেছন"। এটা নবীজীর যাবতীয় কার্যক্রম ও আবেদন নিবেদনের প্রতি আল্লাহর সম্মান প্রদর্শনের প্রমান।

২নং তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে- "রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কালাম মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং আল্লাহর পবিত্র যাত বা সত্বাকেও নিজ চোখে দেখেছেন। এই দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লামা চিলপী (রহঃ) বলেছেন- নবী (দঃ) "ছামীউন" হওয়ার অর্থ হলো- তিনি আল্লাহর বিধি নিষেধ শ্রবণকারী এবং "বাছীরুন" হওয়ার অর্থ হলো- তিনি আল্লাহর নিদর্শনাবলী স্বচক্ষে দর্শনকারী।

উক্ত ব্যাখ্যা মতে নবীজীকে "ছামীউন ও বাছীরুন" বলা সম্পূর্ণ জায়েয। যিনি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাকে দেখেছেন ও তাঁর কথা শুনেছেন- তিনিই তো হাযির নাযির ও গায়েবের অধিকারী। **(তাফসীরে রুহুল মাআনী হতে)**